দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 NOV 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সংকট

অধুনা সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন যুগোপযোগী উদ্যোগ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যাবৃদ্ধির বিষয়টিকে অনেকাংশেই নিশ্চিত করিয়াছে। কিন্তু শ্রেণিকক্ষসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামো সুবিধা মানসম্মত পাঠদানের পূর্বশর্ত। শিশুদের অনুকূল পরিবেশে পাঠদানের নিমিত্তে এইসব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত না হইলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরিয়া রাখা অনিশ্চিত হইয়া যাইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সম্প্রতি প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন হইতে জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রতি ৪০ শিক্ষার্থীর বিপরীতে একটি শ্রেণিকক্ষ নিশ্চিতের কথা থাকিলেও মাত্র ২৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে তাহা বাস্তবায়ন সম্ভব হইয়াছে। নদীভাঙনসহ বিভিন্ন কারণে বিদ্যালয় ভবন ধসিয়া যাওয়ায় ১৪ শতাংশ ভবনকে ইতোমধ্যেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে, যাহার ফলশ্রুতিতে খোলা আকাশের নিচেই অনেক বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন দপ্তরে এই বিষয়ে আবেদন করিয়াও কোনো প্রতিকার পাওয়া যাইতেছে না।

প্রতি ৪০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ন্যূনতম ৪০ মিটারের শ্রেণিকক্ষ বাধ্যতামূলক হইলেও দেশের ৪৮ শতাংশ বিদ্যালয়েই তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকও শ্রেণিকক্ষ সংকটের বিষয়টি স্বীকার করিয়া তাহা নিরসনে বর্তমানে গৃহীত পদক্ষেপের ব্যাপারে ইতিবাচক আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। পাশাপাশি বর্তমান সংকট নিরসনে ডাবল শিফটে ক্লাস পরিচালনা করিবার বিষয়টিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩)-এর মেরামত ও সংস্কার বিষয়ক নীতিমালায় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ব্যবহার উপযোগী, আকর্ষণীয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুই শিফটের পরিবর্তে এক শিফটে রূপান্তরের লক্ষ্যে—প্রতি অর্থবৎসরে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংস্কারযোগ্য বিদ্যালয়গুলিকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হইতে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ আছে। তদুপরি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে নিরুপায় হইয়া খোলা আকাশের নিচেই পাঠদান সম্পন্ন করিতে হয়, যাহা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনার বিষয়টিকেই প্রকট করিয়া তোলে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই তাই আরো অধিক আন্তরিক ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

বর্তমান বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রভূত উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বর্তমান সময়ের অন্যতম দাবি। এমতাবস্থায় শ্রেণিকক্ষ সংকটসহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত সমস্যা নিরসনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহা হইলেই শিশুদের বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাসহ মানসম্মত পাঠদানের বিষয়টি নিশ্চিত হইবে—অধিকন্তু প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হইবে।